বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫,কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫।
www.brdb.gov.bd

স্মারক নম্বর-৪৭.৬২.০০০০.৪০৮.১৩.০০৮.১৯.২৩৪৫ তারিখঃ ১৫ মে, ২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত ঋণ তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতি প্রদান।

সূত্র: ১। পউসবি'র স্মারক নম্বর:৪৭.০০.০০০০.০৪৭.২৪৮.৯৯.১৮ (অংশ-১).৫২ তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি,২০২০ খ্রিঃ (সংযুক্তি-১)
২। অর্থ বিভাগের স্মারক নম্বর:০৭.০০.০০০০.১৩৮.৯৯.০০১.২০.২২ তারিখ: ১৪ মে, ২০২০ খ্রিঃ(সংযুক্তি-২)

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে ,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর ঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতি প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ১নং সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ হতে ২নং সূত্রস্থ স্মারক মূলে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার ঋণ তহবিল বিআরডিবি'র অনুকূলে বরাদ্দের জন্য নীতিগত সম্মতি প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

২। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বিভিন্ন আয় উৎসারী সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা প্রদান এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তি রচনায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতিতে বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণ ও আদায়ের চাকা সচল রাখা যাচ্ছে না। ফলে, ঋণ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। ঋণের কিস্তি আদায় যত দিন বন্ধ থাকছে, স্বাভাবিকভাবে ততদিন সার্ভিস চার্জ অর্জিত হচ্ছেনা। কিস্তি আদায় না থাকায় ন্যূনতম বেতন ভাতাও বন্ধ থাকছে। বেতন ভাতা বন্ধের কারণে বিআরডিবি'র আয় থেকে দায় পরিশোধভিত্তিক ৭৫৩৪ জন কর্মচারী বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে, ঋণ তহবিল সংকটের কারণে বিআরডিবি'র ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক,ব্যবসায়ী ও পেশাজীবিদেরকে পুনরায় ঋণ বিতরণ করাও যাচ্ছে না। কিন্তু করোনা প্রাদুর্ভাব শেষ হলেও দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষিসহ অন্যান্য আয় উৎসারী কার্যক্রম পোল্ট্রি, সেচ, পশুপালন, মৎস্য এবং গ্রামীণ অফফার্ম একটিভিটিস (অকৃষি কার্যক্রম), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পরিচালনার জন্য এ সকল সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের পুনরায় উৎপাদনে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩। তাই, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ঋণের কিস্তি আদায় না করে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনরায় ঋণ সহায়তা প্রদান করে তাঁদের বিদ্যমান কর্মকান্ড সচল রাখার সুযোগ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার ঋণ তহবিল সরাসরি বিআরডিবি'র অনুকূলে ছাড় করার প্রস্তাব করা হলো:

(ক) প্রস্তাবিত ঋণ তহবিল দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিআরডিবি-কে প্রদান করা;
(খ) প্রস্তাবিত ঋণের সার্ভিস চার্জ ১%এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;
(গ) প্রস্তাবিত ঋণের গ্রেস পিরিয়ড ০৩ (তিন) বছর রাখা;
(ঘ) প্রস্তাবিত ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করার প্রাপ্ত সময় ২০ বছর রাখা। পরবর্তীতে তা নবায়ন করার সুযোগ রাখা;

চলমান পাতা-২

(ঙ) প্রতি অর্থ বছর শেষে পরবর্তী অর্থ বছরের জুলাই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ইনস্টলমেন্ট পরিশোধ করার বিধান রাখা;

(চ) উক্ত ঋণ তহবিল হতে ব্যাংক কর্তৃক কোন ধরণের চার্জ / ট্যাক্স কর্তন না করা;

(ছ) প্রতি অর্থ বছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ ঋণ তহবিলের নিরীক্ষা সম্পাদন করা;

(জ) প্রস্তাবিত ঋণ তহবিল কৃষক সমবায় সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দল / এককভাবে ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে সদস্য পর্যায়ে বিতরণ করার বিধান রাখা;

(ঝ) প্রস্তাবিত ঋণ তহবিল জামানতসহ বা জামানতবিহীনভাবে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা;

(ঞ) ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সদস্য প্রতি অনুর্ধ্ব ০১ (এক) লক্ষ টাকা এবং একক ঋণের ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণের সিলিং নির্ধারণ করা;

(ট) প্রস্তাবিত ঋণ তহবিল বিআরডিবি'র বিদ্যমান ঋণ নীতিমালাসমূহের আলোকে পরিচালিত করা।

৪। এমতাবস্থায়, ২নং সূত্রস্থ অর্থ বিভাগের পত্রে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির নীতিগত সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত শর্তগুলো সদয় বিবেচনাপূর্বক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা পরবর্তীতে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি বিআরডিবি'র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হ'ল।

১৫.০৫.২০২০

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক
ফোন: ৮১৮০০০২

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অনুলিপি:
১. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।